দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম 2

02

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ঃ হাঙ্গামার তদন্ত রিপোর্ট পেশ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩শে ডিসেম্বর রাত ও ২৪শে ডিসেম্বর সকালের হাঙ্গামার সহিত জড়িত ছাত্রদের ব্যাপারে অনুসন্ধান শেষে ডঃ ইকবাল মাহমুদের নেতৃত্বা-

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

ধীন কমিটি ভাইস চ্যান্সেলারের নিকট রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে শৃঙ্খলা-বিধায়ক কমিটি দোষীসাব্যস্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে। ভাইস চ্যান্সেলার কমিটির সভাপতি।

২৩শে ডিসেম্বর শুক্রবার রাতে ব্যারিকেড স্থাপন, শিক্ষাভবনগুলিতে ভাঙচুর, শিক্ষকদের বাসভবনের ফটক হইতে ঢিল ছোঁড়া ও গালিগালাজের ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত ইকবাল মাহমুদ কমিটি ৭০/৮০ জন ছাত্রকে মিছিল করা, ব্যারিকেড স্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তন্মধ্যে গুরু ও লঘু অপরাধের জন্য 'দায়ী' বেশকিছু ছাত্রের নাম তদন্ত রিপোর্টে স্থান পাইয়াছে।

গত বৎসর প্রকৌশল ভার্সিটি এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ও তৎপূর্ববর্তী বৎসর শহীদস্মৃতি হলের হাঙ্গামার ব্যাপারে অনুরূপ তদন্ত শেষে কয়েকজন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হইয়াছিল।

এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার প্রকৌশল ভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলারের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, তদন্ত কমিটি গঠন ও রিপোর্ট গ্রহণ শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনার অনুমতি নিয়মিত ব্যাপার। শাস্তির মাত্রা সম্পর্কে তিনি বলেন, বিধি অনুযায়ী চিরকালের জন্য বহিষ্কার হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া পর্যন্ত শাস্তিদানের বিধান আছে।

বর্তমানে তদন্ত রিপোর্টের আলোকে ভার্সিটির আবাসিক ও শৃঙ্খলাবিধান বোর্ড নামক বিধিবদ্ধ কমিটি বিষয়টি বিবেচনা করিতেছে। ১ জন ডীন, ২ জন বিভাগীয় প্রধান, ২ জন প্রভোষ্ট, কারিগরী শিক্ষা দফতরের ১ জন প্রতিনিধি, ছাত্র কল্যাণ বিভাগের কমকর্তা লইয়া গঠিত এ বোর্ডের প্রধান ভিসি।

ভিসি জানান, দোষীসাব্যস্ত ছাত্রদের ডাকিয়া তাহাদের বক্তব্য শোনার পর এ কমিটি শাস্তি নির্ধারণ করিবেন। এসব কমিটির জেরা ও শুনানী প্রায় আদালতের জেরার মত। ভাইস চ্যান্সেলার জানান, শাস্তিপ্রাপ্তরা ভার্সিটির একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট আপীল করার সুযোগ পাইবে। ভাইস চ্যান্সেলার উক্ত কাউন্সিলেরও চেয়ারম্যান।